ছুটিতে ধাওয়ান
লকডাউনের সময় বাড়িতে কাপড় কাচছেন শিখর ধাওয়ান।

করোনা মোকাবিলায় ক্রীড়াবিশ্ব

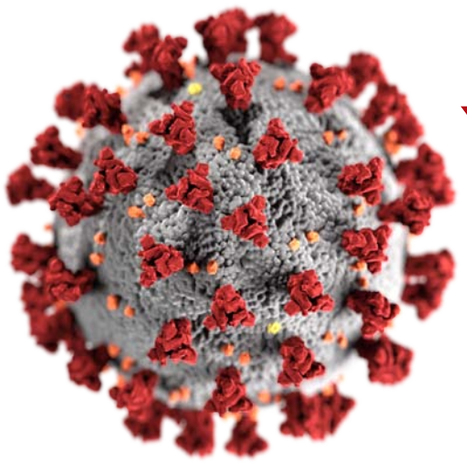

সিদ্ধান্তকে স্বাগত আজহার-বীরুদের

মেনে চলুন ২১ দিনের লকডাউন

আবেদন বিরুষ্কার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : একুশ দিনের লকডাউনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাল ভারতীয় ক্রিকেটমহল। করোনা আতঙ্কের বর্তমান আবহে এই পদক্ষেপ জরুরি ছিল বলে মনে করেন ক্রিকেট তারকারা। ভাইরাসের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে দেশবাসীর একসুরে লকডাউন মেনে চলার আবেদনও বিরাট কোহলি, শচীন তেন্ডুলার থেকে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, বীরেন্দ্র শেহবাগরা।

'দেশ ও নিজের সুরক্ষার জন্য ২১ দিন ঘরে থাকুন। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে পা রাখবেন না'—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলির প্রতিধ্বনিই শোনা গেল দেশের প্রতিটি প্রান্তের ক্রীড়া নায়কদের গলায়। প্রধানমন্ত্রী গতকালের ভাষনে বলেছিলেন, ২১ দিন নিজেদের সংযত না রাখতে পারলে দেশ ২১ বছর পিছিয়ে যাবে। বিরাটরাও এদিন সেই সতর্কবার্তাটাই মনে করিয়ে দিলেন দেশবাসীকে।

লকডাউনের সমর্থনে স্বামী-স্ত্রী মিলে ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছেন বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা। বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর লকডাউনের সিদ্ধান্তকে স্বার্থক করার আবেদন জানিয়ে বিরুষ্কার যে ভিডিয়োতে বলেছেন, 'আমাদের সবার কাছে এটা পরীক্ষার সময়। কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের জেগে উঠতে হবে। আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই। দয়া করে প্রত্যেকে সরকারের তরফে নির্দেশিকায় যা বলা হয়েছে, তা মেনে চলি। সবার কাছে হাতজোড় করে এই আবেদন জানাচ্ছি।'

> আমাদের সবার কাছে এটা পরীক্ষার সময়। কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের জেগে উঠতে হবে। আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই। দয়া করে প্রত্যেকে সরকারের তরফে নির্দেশিকায় যা বলা হয়েছে, তা মেনে চলি।

বিরাট ব্রিগেডের তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার লকডাউন মেনে চলার আবেদন করতে গিয়ে 'মানকাডেড' রান আউটের বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। গত আইপিএলে বোলিংয়ের সময় পিচের বাইরে থাকা নন স্ট্রাইকারকে রানআউট করা নিয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন। অশ্বীন সেই বিতর্ক টেনেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'বাড়ির বাইরে পা রাখলে, এইভাবেই রানআউট হতে হবে। এক বছর আগে এভাবে কিন্তু আমি রানআউট করেছিলাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর জন্য এটা যুতসই উদাহরণ। বাইরে একদম বেরোবেন না।'

শচীন তেন্ডুলকার

বর্তমান পরিস্থিতিতে দরকার শুধু শৃঙ্খলা ও মানসিক দৃঢ়তা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আমাদের ২১ দিন বাড়ি থাকতে বলেছেন। আর সহজ কাজটা করতে পারলেও হাজারো, লাখো মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আমাদের লড়তে হবে।

বীরেন্দ্র শেহবাগ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই একুশ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাসে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভূমিকাটা পালন করতে পারি বাড়িতে নিজেদের যথাসম্ভব আটকে রেখে এবং পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে। নির্দেশিকাগুলি দয়া করে মেনে চলুন এবং শীঘ্রই এই পরিস্থিতি আমরা ঠিক কাটিয়ে উঠব।

ভিভিএস লক্ষ্মণ

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ২১ দিন আমাদের সবাইকে, প্রত্যেককে এটা মেনে চলতে হবে। প্লিজ বাড়িতে থাকুন এবং নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন, ভেঙে দিন করোনা-থাবার চেনটাকে। অত্যাবশকীয় জিনিসপত্রের জন্য অযথা চিন্তিত হবেন না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।

মহম্মদ আজহারউদ্দিন

কঠিন সময়। ঘরেই ওয়ার্কআউট সারছি। আপনারাও দয়া করে ঘরে থাকুন। নিরাপদে থাকুন। সবাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। এখন এটাই প্রয়োজন। সরকার যে ব্যবস্থা নিচ্ছে সে সম্পর্কে সজাগ থাকুন। লকডাউন মেনে চলুন। উপরওয়ালা যেন আমাদের সবাইকে লড়াইয়ের শক্তি ও সাহস জোগান।

জসপ্রীত বুমরাহ

দেশকে সুরক্ষিত, নিরাপদ রাখতে আগামী ২১ দিন নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বাড়িতে থাকুন, নিরাপদ থাকুন এবং পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সুরক্ষিত রাখুন। আমরা ঠিক এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসব।

২৫ লাখ সিএবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : ভয়, আতঙ্কের সঙ্গে আগামীর অশনি সংকেত। নেপথ্যে করোনা ভাইরাস।

দুনিয়ার 'অভিশাপ' হয়ে দাঁড়ানো এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য কামনা করে আজ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে রাজ্যের আপৎকালীন রিলিফ ফান্ডে আপাতত ২৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হল। সিএবি-র পাশাপাশি সংস্থার সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াও পাঁচ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে সিএবি-র তরফে আরও অর্থের ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। বিকেলের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মোবাইলে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'মানব সভ্যতার সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যেই বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আগামীদিনে এই করোনার বিরুদ্ধে আমাদের আরও সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। করোনা মোকাবিলার জন্য আমরা রাজ্যের আপৎকালীন রিলিফ ফান্ডে আপাতত ২৫ লাখ টাকা দিচ্ছি। বাংলা ক্রিকেট সংস্থা পুরোপুরিভাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রয়েছে।' সিএবি-র পাশাপাশি বাংলার ক্রিকেটার ও সাধারণ মানুষকেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন অভিষেক ডালমিয়া। বাংলার প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের তরফেও সোশ্যাল দুনিয়ার মাধ্যমে সাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে জোরকদমে। দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া রনজি মরশুমে বাংলার অন্যতম সফল ব্যাটসম্যান অনুষ্টুপ মজুমদার আজ বলেছেন, 'এমন অবস্থার সম্মুখিন আগে কখনও হইনি আমরা। তাই আমাদের সবাইকে করোনার বিরুদ্ধে সতর্ক থেকে লড়াই করতে হবে। আমি নিশ্চিত, সবাই সচেতন থাকলে ভালো দিন ফিরে আসতে সময় লাগবে না।' এদিকে, আজ রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিধায়ক হিসেবে তাঁর তিন মাসের বেতন দান করেছেন রাজ্যের আপৎকালীন রিলিফ ফান্ডে। বলেছেন, 'বাংলার সব মানুষকে একজোট হয়ে করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হবে। এই ম্যাচ জেতাটা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

অর্ধেক বেতন দান সাকিবদের

ঢাকা, ২৫ মার্চ : করোনার কবলে বিশ্ব। একই ছবি বাংলাদেশ জুড়ে। ৩৯ জন আক্রান্ত করোনা সংক্রমণে। মারা গিয়েছেন পাঁচ জন। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার। ২৭ জন ক্রিকেটার তাঁদের মাসিক বেতনের অর্ধেক দান করেছেন দেশের স্বাস্থ্য তহবিলে। যার মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ১৭ জন ক্রিকেটার। পুরো অর্থই ব্যয় হবে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তদের সেবায়। এক বিবৃতিতে সাকিব আল হাসান-তামিম ইকবালরা বলেছেন, 'গোটা বিশ্ব করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বাংলাদেশেও মহামারির আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।' বিসিবি-র তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের মুদ্রায় প্রায় ২৫ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছেন ক্রিকেটাররা।

সাহায্যের হাত বাড়ালেন মেসি, রোনাল্ডো

বার্সেলোনা, ২৫ মার্চ : করোনার আক্রমণে বিপর্যস্ত স্পেন। আক্রান্ত হয়েছেন চল্লিশ হাজারের ওপর মানুষ, মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। আবার স্পেনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আঘাত নেমে এসেছে কাতালুনিয়ায়। যেখানকার বিখ্যাত ক্লাব বার্সেলোনায় খেলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। এখানে আবার আদি বাড়ি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। যিনি শুধু বার্সেলোনার প্রাক্তন খেলোয়াড় নন, দলের কোচও ছিলেন বেশ কিছুদিন। ফলে বিচলিত হয়ে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দুই তারকাই। এক মিলিয়ন ডলার করে দান করেছেন দুই জনে। যা ভারতীয় টাকার হিসেবে সাত কোটি ষাট লক্ষর কাছাকাছি। তবে মেসি জানিয়েছেন, তাঁর দেওয়া এক মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক যাবে বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে, বাকিটা পাবে তাঁর দেশ আর্জেন্টিনার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গুয়ার্দিওলাও টাকা দিয়েছেন বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে, যারা এই টাকা ব্যবহার করবে ভাইরাস বিরোধী নানা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে। পিছিয়ে নেই জুভেন্তাসের তারকা রোনাল্ডোও। এজেন্ট জর্জে মেন্ডিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি টাকা দিচ্ছেন পোর্তুগালের একটি হাসপাতালে করোনার বিরুদ্ধে জীবনদায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য। এই রোগে পোর্তুগালে এখনও অবধি মারা গিয়েছেন ২৯ জন, আক্রান্ত ২৩০০।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি বলছেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : চিনের উহান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল গত ডিসেম্বরে।

আজ কার্যত গোটা বিশ্ব থরহরিকম্প সেই কোভিড-১৯ মারন ভাইরাসে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ও অলিম্পিকে রূপোজয়ী শুটার রাজ্যবর্ধন রাঠোর বর্তমান যে পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সুরেশ রায়নার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম চ্যাটিংয়ে রাজ্যবর্ধন বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে শুনেছি, পড়েছি। এখন যা চলছে, তা কার্যত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অতীতে প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লুর মতো বিশ্বকাঁপানো মহামারির মুখোমুখি হয়েছি আমরা। এবার করোনা। এই যুদ্ধে গোটা বিশ্ব একত্রিত। একে অপরের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোচ্ছি।'

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে শুনেছি, পড়েছি। এখন যা চলছে, তা কার্যত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অতীতে প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লুর মতো বিশ্বকাঁপানো মহামারির মুখোমুখি হয়েছি আমরা। এবার করোনা। এই যুদ্ধে গোটা বিশ্ব একত্রিত।
> —রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর (প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী)

চলতি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ পদক্ষেপেরও প্রশংসাও শোনা গেল রাজ্যবর্ধন রাঠোর গলায়। রায়নাকে তিনি বলেন, 'আমরা ভাগ্যবান, কঠিন সময়ে দেশের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির মতো একজন রয়েছেন। উনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। দেখেছি সব বিষয়ে ওনাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে।'

সদ্য বাবা হয়েছেন ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ী সুরেশ রায়না। সদ্যজাত পুত্রসন্তান ও রায়নাকে শুভেচ্ছা জানাতেও ভোলেননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। 'পুত্রসন্তানের জন্য অভিনন্দন। যদি এখন লকডাউন পরিস্থিতি নাও থাকত, তাহলেও পুত্রের যত্ন নেওয়ার জন্য তোমাকে বাড়িতে লকডাউনে থাকতে হত,' মজার সুরে বলেন রাজ্যবর্ধন। অপরদিকে, বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের প্রচেষ্টাকেও কুর্নিশ জানান সুরেশ রায়না। বলেন, 'চিকিৎসক, মেডিকেল টিমকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সবার উচিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। আর্থিকভাবে হয়তো আমরা সবাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব। কিন্তু সুস্থ থাকলে, ক্ষতিটা ঠিক পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। নব্য যুবারা হয়তো ভাবছেন এভাবে একুশ দিন ঘরে থাকা মুশকিল। কিন্তু আমাদের তা মানতে হবে। আর এই একুশ দিনে আমরা কিন্তু নতুন নতুন অনেক কিছুই শিখে নিতে পারি।'

পিছিয়ে গেল চেস অলিম্পিয়াড

চেন্নাই, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে একবছর পিছিয়ে গেল দাবার অন্যতম হাই প্রোফাইল প্রতিযোগিতা চেস অলিম্পিয়াড। প্রতিযোগিতাটি অগাস্টের ৫-১৭ তারিখ মস্কোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির জন্য আসরটি একবছর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফিডে। এপ্রসঙ্গে দাবার সর্বোচ্চ সংস্থার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, 'আমরা সবাই জানি ফিডের সমস্ত ইভেন্টের মধ্যে চেস অলিম্পিয়াড সবচেয়ে জনপ্রিয়। যেখানে দাবাড়ু, কোচ ও অফিশিয়াল নিয়ে কয়েক হাজার মানুষের অংশগ্রহণ থাকে। ফলে এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দাবাকে আরও জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা সবসময় আমাদের থাকে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক নিয়ে প্রচন্ড চিন্তিত। প্রতিনিয়ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে এবারের চেস অলিম্পিয়াড একবছর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। ২০২১ সালে একই ভেন্যুতে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।' ভারতের বিশ্বনাথন আনন্দ ও কোনেরু হাম্পির অংশ নেওয়ার কথা ছিল এবারের চেস অলিম্পিয়াডে।

৮ কোটি টাকা দান সস্ত্রীক ফেডেরারের

বাসেল, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় এবার এগিয়ে এলেন রজার ফেডেরার। সুইজারল্যান্ডের করোনা আক্রান্তের সাহায্যার্থে দান করলেন ১ মিলিয়ন সুইস অর্থ (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকা)। তবে সুইস কিংবদন্তি একা নন, এই মহান উদ্যোগে তাঁর সঙ্গে শামিল হয়েছেন স্ত্রী মিরকাও। এর আগে করোনায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও তাঁর এজেন্ট জর্জে মেন্ডিস এবং লিওনেল মেসি, ম্যান সিটির ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলার মতো তারকারা। এদিন সোশ্যাল মিডিয়া ফেডেরার বলেন, 'সকলের জন্যই এটা কঠিন সময়। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের জিততেই হবে। পিছিয়ে গেলে চলবে না। আমি ও মিরকা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সুইজারল্যান্ডে করোনায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর। আমাদের এই উদ্যোগ সবে শুরু। আশা করছি, সবাই এই দুঃসময়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসবেন।'

দরিদ্রদের চাল বিতরণে সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ার হয়ে বহু কঠিন সময়ে সাফল্য এনেছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন ভিন্ন স্তরে। এহেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গতকালই করোনা সতর্কতায় বার্তা দিয়েছিলেন দেশের মানুষকে। আজ আরও এক ধাপ এগিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। মহারাজ মহৎ এই কাজে সঙ্গে পেয়েছেন দেশের অন্যতম নামী চাল বিক্রেতা সংস্থাকেও। সেই সংস্থার সাহায্যেই সৌরভ আগামী কয়েকদিনে মোট ৫০ লাখ টাকার চাল দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবেন বলে জানা গিয়েছে আজ। বিশেষ করে সেই সব মানুষ, যাঁদের রাজ্য প্রশাসনের তরফে করোনা সতর্কতা ও মোকাবিলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলে রাখা হয়েছে, আপাতত সেই মানুষদের মধ্যেই এই চাল বিতরণ করা হবে। বিকেলের দিকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় চাল বিতরণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বলেছেন, 'আমি নিজের মতো করে কঠিন সময়ে সাধারণের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। আশা করব, রাজ্য ও দেশের সাধারণ মানুষও এভাবেই বাকিদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।'

মাস্ক বিতরণ আফ্রিদির

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের পাশে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন শাহিদ আফ্রিদি, তাতে মুগ্ধ হরভজন সিং। ভারতের মতো করোনা থাবা বসিয়েছে ওয়াঘাপাড়ের প্রতিবেশী দেশেও। প্রাক্তন স্পিডস্টার শোয়েব আখতার ধর্মীয় আবেগ সরিয়ে রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপানোর ডাক দিয়েছেন। আফ্রিদি শুধু ডাকই দেননি, স্বয়ং নেমে পড়েছেন অসহায় মানুষের সাহায্যে। তাদের হাতে মাস্ক, জীবাণুনাশক সাবান, খাবার, অত্যাবশকীয় কিছু জিনিসপত্র তুলে দিচ্ছেন।

নিজের সেই উদ্যোগে শামিল হতে বাকিদেরও আহ্বান জানিয়ে আফ্রিদি টুইট করেছিলেন, 'তৃতীয় দিন হল, চেষ্টা করছি অসহায় মানুষগুলির পাশে থাকতে। প্রয়োজনীয় কিছু সরঞ্জাম বিলি করছি। করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া আটকাতে বাড়িতে থাকার জন্য সবাইকে বোঝাচ্ছি।' প্রাক্তন প্রতিপক্ষের এই পদক্ষেপে কুর্নিশ জানিয়েছেন হরভজন। পালটা টুইটে ভাজ্জি লিখেছেন, 'মানবতার জন্য খুব ভালো কাজ করছ। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠো তুমি। সারা বিশ্বের মানুষের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি।' হরভজনের প্রশংসা ভরা টুইটে প্রত্যুত্তরে আফ্রিদি বলেন, 'সবার ওপরে মানবতা। তোমাকে ধন্যবাদ ভাজ্জি। সারা বিশ্বকে এক হতে হবে। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গরিবদের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের সবার দায়িত্ব।' প্রসঙ্গত, পাকিস্তানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কিছু মানুষও।